যুগান্তর

তারিখ 29 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষায় আছি

ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে নেতারা সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরপর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে এ বিষয়ে আলোচনাও হয়েছিল। প্রথম এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা আসে সার্কের প্রভাবশালী সদস্য ভারত থেকে। স্বভাবতই এ প্রস্তাবের পক্ষে অন্য সদস্যরা মতামত ব্যক্ত করে। একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার খবরও জানা যায় মিডিয়ার কল্যাণে। কিন্তু সার্ক নেতারা এরূপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা কতটা মনে রেখেছেন তা প্রশ্নবিদ্ধ। প্রস্তাবনা হল, আলোচনাও হল, কিন্তু কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

দক্ষিণ এশিয়ার কোটি কোটি সাধারণ মানুষের কল্যাণে সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে সার্ক গঠিত হলেও এ অঞ্চলের মানুষ কতটা উপকৃত হয়েছে তা এখনও হিসাব করার সময় হয়নি বলেই মনে হয়। তবে সার্কের বয়স নেহায়েত কম নয়। এই সংস্থা সৃষ্টির পর থেকে এর অগ্রগতি নিয়ে সাধারণ মানুষের আশার কমতি ছিল না কখনো। কিন্তু সংগঠনটি এ অঞ্চলের সাধারণ

মানুষের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবায়ন করা হতো তবে এর সুফল ভোগ করত এই অঞ্চলের জনগণ। আন্তর্জাতিকমানের এই বিশ্ববিদ্যালয় সার্কভুক্ত প্রত্যেকটি দেশেই একটি করে স্থাপন করা উচিত। অভিন্ন সিলেবাস ও অভিন্ন নীতির আলোকে সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি হবে। প্রতিটি দেশে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষায় আলোকিত করার মানসে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা জরুরি। সুবিধা ও সুযোগবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য এ প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছায় সার্কভুক্ত যে কোন দেশের সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হতে হবে অবৈতনিক। যেসব শিক্ষার্থী এখানে পড়াশোনা করবে তাদের সব খরচ বহনের দায়িত্ব নিতে হবে এই সংস্থাকে। সার্ক নেতাদের কাছে অনুরোধ, যা বলবেন তা করে দেখাবেন। সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের মধ্য দিয়েই সার্কের প্রথম বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণীত হোক।

ফনিন্দ্র সরকার, নারায়ণগঞ্জ